রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৪ সনের ২৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৬, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৮৩—২৯৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৪১—৯২৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯৩—৫৬৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বীমা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.২০(অংশ)-২৫—অবসরোত্তর ছুটি ভোগরত সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন এনডিসি-কে তাঁর অবসরোত্তর ছুটির অবশিষ্টাংশ বাতিল এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩(তিন) বছর মেয়াদে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা-৫ এর উপধারা-২ অনুযায়ী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। তাঁর পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য শর্তাদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহিদ হোসেন

যুগ্মসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪৩০/১৬ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.২৬৩—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	দর্শা	৩৩	৬২৯	০১	সিলেট সদর	সিলেট
২	ধুপনিখলা	৩৯	৩৩৬১	০৫	সিলেট সদর	সিলেট
৩	ঘোগারকুল	১৭	৬৮১	০২	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৪	ঢাকা দক্ষিণ	৬৩	১৬৬২	০২	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৫	ফুলসাইন্দ	৬৭	৩২৬২	০৬	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৬	খাটকাই	৯৭	২৫৮৫	০৫	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৭	কাদিপুর	৯৯	১৬৯৮	০৩	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৮	বনমালীপুর	৭৯	৩৮০	০১	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট
৯	দেউন্ডি টি ষ্টেট	০৬	০৩	০৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১০	শ্রীরামপুর	০৯	৩৪৭	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১১	সিকান্দরপুর	২০	২৮১	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১২	হলহালিয়া	২৯	৪৫৭	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৩	পাইকপাড়া	৫৯	৫৬৯	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৪	মাগুরউরা জোয়ার	৬০	৫৭১	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৫	পারকুল টি, স্টেট	৯৪	২৪৯	০৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৬	সদাশিবপুর	১০৩	৩২৫	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৭	হাতুন্ডা	১০৭	৯৫৪	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৮	মাগুরউরা	১০৮	২৭৭	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৯	চন্ডিছড়া টি, জি,	১১৮	০৩	০৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২০	চান্দপুর	১২৮	৩০৪	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২১	রহমতাবাদ	১৩১	১৭৪	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২২	কাশিপুর	১৩৮	৯৪৮	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৩	মাধবপুর পশ্চিম	৭৮	১২১২	০১	মাধবপুর	হবিগঞ্জ
২৪	নালাপুঞ্জি	৪০	৫৪	০২	জুড়ী	মৌলভীবাজার
২৫	শিলুয়া টি,ই	৪৪	০৩	০৫	জুড়ী	মৌলভীবাজার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর' চিঠি
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ মাঘ ১৪৩০/২৫ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৮.১৭.-১৩—জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন (বিপি-৭১৯৫০২৯২২১), সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ও বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তর ঢাকায় সংযুক্ত-এর এ বিভাগের গত ১৯-০৪-২০১৭ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৮.১৭-৫৮১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (BSR) পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ মোতাবেক প্রত্যাহার করা হলো।

২। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসাবে গণ্য হবে।

৩। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ

সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪৩০/১০ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৮.২০২০-১৫—যেহেতু, জনাব সুমিত চৌধুরী (৭৪০৬১১৯৭৪৪) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর জেলায় কর্মরত থাকাকালে ৩০-০৬-২০২০ তারিখ বিকাল অনুমান ০৩.৩০ ঘটিকার মধ্যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ফরিদপুর নৌ-পুলিশের কার্যালয়ের পার্শ্বে একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্টান 'শাপলা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ' গিয়ে ভয় দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন এবং শ্রমিক জাফর মৃধা (৪০) কে মারধর করেন। তিনি ৩০-০৬-২০২০ তারিখ অনুমান ১৬.১৫ ঘটিকার সময় পরিবেশ অধিদপ্তর, গোয়ালচামট ফরিদপুর কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষক হানিফ মোহাম্মদ উজ্জলকে প্রহার করেন ও উক্ত অধিদপ্তরের পরিদর্শক জনাব তুহিন আলমকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এছাড়া তিনি সহকারী পরিচালক জনাব মিতা রানীর সাথে অশোভন আচরণ করেন এবং ড. লুৎফর রহমান উপ-পরিচালক-কে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও গালিগালাজ করেন। কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ ঢাকা এর ০২-০৭-২০২০ তারিখের প্যাথলজি প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি ৩০-০৬-২০২০ তারিখ শাপলা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে শ্রমিককে প্রহার ও ধাওয়া করা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর গোয়ালচামট ফরিদপুর কার্যালয়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রহার ও অশোভন আচরণ করার সময় মাদকাসক্ত ছিলেন। উপরোক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করত: তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে অসদাচরণের অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অতঃপর ১১-০৩-২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৮.১৯-৭১ নম্বর স্মারকমূলে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২২-০৩-২০২১ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৪-১১-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক (বিপি-৭৯০৫১০৪৬৫৪), পুলিশ সুপার, পিবিআই, মুন্সীগঞ্জ-কে বর্ণিত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব সুমিত চৌধুরী (৭৪০৬১১৯৭৪৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত দিয়ে প্রতিবেদন দেন।

৩। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনান্তে জনাব সুমিত চৌধুরী (৭৪০৬১১৯৭৪৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৮.২০২০-১৬—জনাব সুমিত চৌধুরী (৭৪০৬১১৯৭৪৪) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর জেলা-কে এ বিভাগের ০১-০৭-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৮.২০২০-৮৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭২, ৭৩ এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(৩) মোতাবেক প্রত্যাহার করা হলো।

২। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩০/১১ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৯২.২৩-১৮—যেহেতু, জনাব মোঃ মজিবর রহমান (বিপি-৬৫৯০০০৭০০২), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকায় কর্মরত আছেন। তার স্ত্রী ফাহমিদা সুলতানা ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানাধীন বরুয়া মৌজাস্থিত ১০২০ অযুতাংশ বা ১০.২০ শতাংশ জমি ক্রয় সূত্রে মালিক হন, যার সাফ কবলা দলিল নম্বর-৪০৯৬, তারিখ: ০৩-০৬-২০১২। জনৈক মোবারক দেওয়ান ও জনৈক আঃ রহিমদ্বয়ের মধ্যে বর্ণিত জমির মালিকানা/দখল নিয়ে বিরোধ থাকায় বিষয়টি জানা সত্ত্বেও নিজ পেশায় প্রভাব খাটিয়ে তার স্ত্রী ফাহমিদা সুলতানার নামে নগদ ২৫,৪০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মূলে জমিটি ক্রয় করেছেন। তিনি তার স্ত্রীর নামে জমি ক্রয়ের পূর্বে বিধি মোতাবেক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করেননি। উল্লিখিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন জানালে গত ১৯-১২-২০২৩ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজের অজ্ঞতা এবং তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত আয় দ্বারা জমি ক্রয় করা ও তার স্ত্রীর নিজের আয়কর রিটার্নে জমি ক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ থাকায় অনুমতি গ্রহণ না করার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদুপরি তার কর্মকাণ্ডে অনিচ্ছাকৃতভাবে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার বিষয়েও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ মজিবর রহমান (বিপি-৬৫৯০০০৭০০২), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কৈফিয়ত তলবের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় আনীত অভিযোগে বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩০/১১ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০১৩.১৭-৯০—বান্দরবান জেলার সদর থানার মামলা নং-০৮, তারিখ:-১৯-০৯-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(ক)/(খ)/(গ) ধারা তৎসহ বাংলাদেশ পাসপোর্ট আদেশ ১৯৭৩ এর আর্টিকেল-১১ (বি) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বান্দরবান পার্বত্য জেলা-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বর্ণিত মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের নিমিত্ত ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট অপরাধ আইনের ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০১৩.১৭-৯১—পাবনা জেলার সদর থানার মামলা নং-২৬, তারিখ:-০৭-০৯-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(১)(চ) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বর্ণিত মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের নিমিত্ত ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট অপরাধ আইনের ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩০/১৩ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২.২৩.১০৮—ঢাকা জেলার কদমতলী থানার মামলা নং-১৭(১১)২০২২-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১০৯—ঢাকা জেলার পল্টন মডেল থানার মামলা নং-৫৩(০৪)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১১০—ঢাকা জেলার শেরেবাংলা নগর থানার মামলা নং-৪৩(০৫)২০২২-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১১১—ঢাকা জেলার তুরাগ থানার মামলা নং-১১(০৬)২০২১-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১১২—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৫২(০৫)২০২১-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১১৩—ঢাকা জেলার তেজগাঁও থানার মামলা নং-৪৩(০৬)২০২২-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১১৪—ঢাকা জেলার হাতিরঝিল থানার মামলা নং-৩২(০৬)২০২২-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩.১১৫—চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার মামলা নং-২৬, তারিখ: ২৭-০৬-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪৩০/২২ জানুয়ারি ২০২৪

নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০০১.২২.০২—যেহেতু, জনাব মোঃ আমান উল্যা মজুমদার, ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, ডাক অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ ও প্রতারণা করেন মর্মে জনাব তোরিকুল ইসলাম, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-দেবীনগর, পোস্ট+থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব (পরিকল্পনা-৩) জনাব মোঃ আব্দুর রব-কে আহবায়ক এবং ডাক অধিদপ্তরের ডিপিএমজি জনাব আব্দুল মালেক, (আরএমএস বিভাগ, ঢাকা)-কে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জনাব মোঃ আমান উল্যা মজুমদার কর্তৃক জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম-এর নিকট হতে ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় কারণ দর্শানো নোটিশ জারিপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশ এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং আনীত অভিযোগ এর গুরুত্ব বিবেচনায় জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (টেলিকম), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হতে পারে এরূপ বিবেচনায় দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ও অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

২। বর্ণিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের সত্যতা পাওয়া যায়:

(১) যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-দেবীনগর, পোস্ট+থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপইনবাবগঞ্জ কর্তৃক তদন্ত কমিটির নিকট প্রদত্ত বক্তব্য, মোবাইলে স্ক্রিনশট নেওয়া মেসেজ এবং বিভিন্ন সময়ের কল রেকর্ড পর্যালোচনা করে টাকা/আর্থিক লেন-দেনের প্রমাণ/সত্যতা পাওয়া যায়;

(২) যেহেতু, তিনি ও জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম ০২(দুই) জনের নামে আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখায় একটি জয়েন্ট (যৌথ) একাউন্ট খোলেন এবং উক্ত একাউন্টের ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ১৪-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা জমার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা হতে তিনি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাখা থেকে মোট= ৭,৯৯,০০০/-টাকা উত্তোলন করেন।

(৩) যেহেতু, তিনি জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম কর্তৃক চাকুরির জন্য প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করেন। চাকুরি না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত টাকা তিনি ফেরত দেননি। গ্রহণকৃত টাকা ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি ডাক বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে অবহিতকরণের বিষয়টি উত্তরাঞ্চল, রাজশাহীর অবসরপ্রাপ্ত পোস্টমাস্টার জেনারেল(পিএমজি) জনাব মোঃ শফিকুল আলম (মোবাইল নম্বর: ০১৭১২-৯৯০৯৬৭) এর সাথে কথা বলে সত্যতা পাওয়া যায়;

(৪) যেহেতু, তিনি এবং জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম একটি স্ট্যাম্পে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণের এবং ০৫টি চেক প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত সম্পাদিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। উক্ত চুক্তি সম্পাদনকালে স্বাক্ষী হিসেবে উপস্থিত মিজানুর রহমান-এর বক্তব্য হতে জানা যায়, তিনি (জনাব আমান উল্যা মজুমদার) টাকা সংগ্রহ করতে পারেননি, তাই ৫টি চেক ও ১টি স্ট্যাম্প প্রদান করেন। উক্ত চুক্তিপত্রে তার ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণের এবং ৫টি চেক প্রদানের সত্যতা পাওয়া যায়;

(৫) যেহেতু, তিনি তদন্ত কমিটির সম্মুখে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক ও লিখিত বিবৃতিতে জানান যে, জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম কর্তৃক চাকুরি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ ও প্রতারণা বিষয়ে যে অভিযোগ, তা ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণ/স্বাক্ষী উপস্থাপন করতে পারেননি;

(৬) যেহেতু, তিনি তদন্তকালে জানান যে, জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম-কে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বাংলাদেশ ডাক বিভাগে চাকুরি দেয়ার নিমিত্ত কখনো কোন চুক্তি কিংবা আশ্বাস দেননি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো ডেপুটি গভর্নরের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেননি। জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম এর বাবার নিকট হতে কিংবা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর চেকের মাধ্যমে ১৭(সতের) লক্ষ টাকা গ্রহণ করেননি বলেও তিনি জানান। কিন্তু তিনি (জনাব মোঃ আমান উল্যা মজুমদার) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেছেন এবং অভিযোগে বর্ণিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনৈক জনাব অমিত হাসান (মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৯৫৩৬৭৮) ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নন জেনেও জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম-কে বায়োডাটা (সিডি) নিয়ে তার সঙ্গে চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে বলেছেন বলেও জানা যায়। সুতরাং তার বক্তব্য সঠিক নয়;

(৭) যেহেতু, তাঁর সাথে জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম এর সুসম্পর্ক থাকায় তাঁর স্ত্রীর অসুস্থার কারণে টাকা/অর্থের প্রয়োজন হলে জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম কর্তৃক লিজিং কোম্পানী হতে ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকার অধিক লোন সরবরাহের আশ্বাসে ব্যাংকে যৌথ একাউন্টে লোনের ইকুইটির ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা জমা রাখা হয়। যা বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করে লিজিং এর লোকজনকে প্রদান করেন বলে জানান। একাউন্টটি যৌথ হলেও যেহেতু যে কোন একজনের পরিচালনা করার ক্ষমতা ছিল সেহেতু তিনি (জনাব মোঃ আমান উল্যা মজুমদার) নিজ (একক) স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করেছেন। তদন্তের সময় তিনি লিজিং-এর লোকজনকে টাকা প্রদানের কোন তথ্য প্রমাণক উপস্থাপন করতে পারেননি, তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত;

(৮) যেহেতু, তিনি জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলামকে লোনের টাকা সরবরাহ প্রদানে গড়িমসি করায় তাকে চাপ দেন। চাপ দেওয়ার ফলে ৫টি ব্ল্যাঙ্ক চেক ও একটি স্ট্যাম্পে জোরপূর্বক সই স্বাক্ষর করিয়ে নেন এবং বিভিন্ন সময়ে ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকার জন্য হুমকি প্রদান করেন। তাই তিনি মোহাম্মদপুর থানায় জিডি (নং-৪৯৭, তারিখ: ০৬-০১-২০২২ খ্রিঃ) করেন মর্মে উল্লেখ করলেও তিনি আবার নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে চেক ও স্ট্যাম্প স্বাক্ষর করলে জনাব তোরিকুল ইসলাম ও তার দল প্রতারকচক্র (চেক ও স্ট্যাম্প নিয়ে) সটকে পড়েন। তিনি তাঁর বক্তব্যে একবার জোরপূর্বক স্বাক্ষর গ্রহণের কথা বলেছেন আবার সরল বিশ্বাসে স্বাক্ষর প্রদান করার কথাও বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম এর নিকট হতে যে ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছেন তা ফেরত না দেয়ার কৌশল হিসেবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে থানায় ডায়েরী করেন;

(৯) যেহেতু, তিনি জনাব মোঃ তোরিকুল ইসলাম, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-দেবীনগর পোস্ট+থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর নিকট হতে ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেছেন। যা অদ্যাবধি ফেরত দেননি।

(১০) যেহেতু জনাব মোঃ আমান উল্যা মজুমদার, ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, ডাক অধিদপ্তর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) এর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত কাগজপত্র, উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত প্রতিবেদন তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও একই বিধিমালা বিধি ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ Dismissal from Service" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমান উল্যা মজুমদার, ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, ডাক অধিদপ্তর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে বিবেচনায় একই বিধিমালা বিধি ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিধি ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ Dismissal from Service" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /১৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৩.০০.০০০০.১৪৭.০৩.০০১.২১-০৪—সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩০ মোতাবেক সরকার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ফিশিং লাইসেন্স ফি/নবায়ন ফি, মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র, সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র, পরিচয়পত্র ইস্যু ও নবায়ন ফি, নৌযানের নাম পরিবর্তন ও মৎস্য আহরণমুক্ত সনদ ফি পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল।

১। বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার/যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণের অনুমতি পত্র ইস্যু ও নবায়ন ফি:

(ক) বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ফিশিং লাইসেন্স ফি/নবায়ন ফি:

ক্রমিক নং	নৌযানের ধারণ ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	২ (দুই) বৎসর মেয়াদি লাইসেন্স/ নবায়ন ফি (টাকা)		লাইসেন্স হারানো/ চুরি/ বিনষ্ট এর জন্য ডুপলিকেট কপি ফি (টাকা)
		সাদা মাছ (Fin fish)	চিংড়ি	
১	৪০ টনের অধিক তবে ৬০ টনের বেশী নয়	৩৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	৫০০০/-
২	৬০ টনের অধিক তবে ১০০ টনের বেশী নয়	৫৫,০০০/-	৬৫,০০০/-	৫০০০/-
৩	১০০ টনের অধিক তবে ২০০ টনের বেশী নয়	৯৫,০০০/-	১,২৫,০০০/-	৫০০০/-
৪	২০০ টনের অধিক তবে ৩০০ টনের বেশী নয়	১,২৫,০০০/-	১,৬০,০০০/-	৫০০০/-
৫	৩০০ টনের অধিক তবে ৪৫০ টনের বেশী নয়	১,৬০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৫০০০/-
৬	৪৫০ টনের অধিক তবে ৬০০ টনের বেশী নয়	২,১৫,০০০/-	২,৭০,০০০/-	৫০০০/-
৭	৬০০ টনের অধিক বা তদূর্ধ্ব	২,৭০,০০০/-	৩,২০,০০০/-	৫০০০/-

(খ) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ফিশিং লাইসেন্স ফি/নবায়ন ফি:

ক্রমিক নং	নৌযানের ধারণ ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	২ (দুই) বৎসর মেয়াদি লাইসেন্স/ নবায়ন ফি (টাকা)		লাইসেন্স হারানো/চুরি/ বিনষ্ট এর জন্য ডুপলিকেট কপি ফি (টাকা)
		সাদা মাছ (Fin fish)	চিংড়ি	
১	১৫ টনের অধিক তবে ২৫ টনের বেশী নয়	৮,০০০/-	-	১৫০০/-
২	২৫ টনের অধিক তবে ৪০ টনের বেশী নয়	১২,৫০০/-	-	১৫০০/-
৪.	২০ টনের এ উর্ধ্ব হইতে ৩০টন পর্যন্ত	সাদা মাছ (Fin fish)		১৫০০/-
		ক্রাস্টাশিয়ান		২৫০০/-
		অন্যান্য		৭০০/-
৫	৩০ টন এর উর্ধ্বে	সাদা মাছ (Fin fish)		১২০০/-
		ক্রাস্টাশিয়ান		২০০০/-
		অন্যান্য		৫০০/-

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং সেলিম উদ্দিন
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

কারিগারি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪৩০/২৩ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫১.১৫.০০৩.২০-৩৪—"ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট. রাজশাহী" কে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে "রাজশাহী সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট" নামে নামকরণ ও ১১-০১-২০২২ তারিখ হতে সরকারিকরণ করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ ফাল্গুন ১৪৩০/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০২৭.২২-২০২—চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভার পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায়, উক্ত পৌরসভার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪২ এর সংশোধনক্রমে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর ধারা ৯ (১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে হাটহাজারী পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো:

জেলার নাম	পৌরোসভার নাম ও শ্রেণি	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও ঠিকানা
চট্টগ্রাম	হাটহাজারী 'ক' শ্রেণি	জনাব মঞ্জুরুল আলম চৌধুরী পিতা: মরহুম ফোরক আহমেদ চৌধুরী, মাতা: মরহুম নোওবাহার বেগম, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঃ মদনহাট, ওয়ার্ড নং-৯, মাইজপট্টি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী নিয়োগকৃত প্রশাসক উক্ত পৌরসভার সার্বিক দায়িত্ব পালন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৬.০০.০০০০.০৫৬.৩২.০০৮.২১-৩০০—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৮ নং আইন) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড (Digicon Technologies Ltd.), সফুরা ট্রেড সিটি, ৪র্থ ও ৫ম ফ্লোর, ১ নং সুজাতনগর, সেনানিবাস রোড, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-কে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য "বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক" হিসেবে ঘোষণা করা হলো:

পার্কের নাম	ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড (Digicon Technologies Ltd.)
পার্কের ঠিকানা	সফুরা ট্রেড সিটি, ৪র্থ ও ৫ম ফ্লোর, ১ নং সুজাতনগর, সেনানিবাস রোড, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা
পার্কের আয়তন	২০,০০০ বর্গফুট।

শর্তসমূহ:

১) ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫ এ সংক্রান্ত প্রণীত গাইডলাইনসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রবর্তিত বিধি-বিধান বা নির্দেশনাবলি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবে;

২) ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড ভাড়াকৃত স্পেসের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় বরাদ্দ বা স্থানান্তর করতে পারবে না;

৩) ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, বে-আইনী বা অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত হতে পারবে না;

৪) ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড কর্তৃক আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত আইনগত দলিলাদি বা কোন তথ্য ভবিষ্যতে মিথ্যা প্রমাণিত হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই অনুমতিপত্র/নবায়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবে;

৫) পার্কের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসার সংক্রান্ত নিয়ম কানুন যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে;

৬) অর্থনৈতিক ও আর্থিকভাবে টিকে থাকার সামর্থ্য এবং সামাজিক উপযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে;

৭) রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে এবং দেশের স্বার্থবিরোধী কোন কাজে পার্ককে ব্যবহার করা যাবে না;

৮) পার্কের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;

৯) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১০) পার্কের উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রসারের পলিসি ও কৌশল নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে অনুমতিপত্রধারী এখতিয়ার থাকবে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ পার্ক অনুমতিপত্রধারীকে ঘোষিত পার্কের উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রসারের পলিসি ও কৌশল নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;

১১) পার্কে উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসারসহ অর্থনৈতিক ও আর্থিক সফলতা ও ব্যর্থতা পার্ক অনুমতিপত্রধারীর উপর বর্তাবে। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বা বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার দায়ভার গ্রহণ করবে না;

১২) পার্কে বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে দাখিল করতে হবে, যা এতদ্বসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে;

১৩) পার্কে উৎপাদিত পণ্যের মানের সঠিকতা বজায় রাখতে হবে এবং পণ্য উৎপাদনে নিত্য নতুন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

১৪) সকল আইনগত দলিলাদি নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে;

১৫) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নবায়ন ফি এবং লাইসেন্স ফি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে;

১৬) ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপি ঘোষিত হলে এবং উপর্যুক্ত শর্তসমূহ লঙ্ঘন করলে অথবা এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্তসাপেক্ষে এই অনুমতিপত্র/ নবায়নপত্র বাতিল করা হবে;

১৭) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যে কোন সময় এই ঘোষণাপত্র বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেবেকা সুলতানা
উপসচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং ১৮.০০.০০০০.০১৭.০০৬.০৪.১৬-১১৬—নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামের উপদেষ্টা কমিটির ২০ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের ১৮.০০.০০০০.০১৭.০০৬.০৪.১৬-৬৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee) পুনঃগঠন করা হলো।

সভাপতি

১. সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৩. চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম

৪. মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

৬. কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম

৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৮. অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি

১০. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)

১১. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জাহাজ মালিক সমিতি

১২. অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর

সদস্যসচিব

১৩. অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম

২। উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটকে একটি উন্নতমানের নৌপ্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটকে প্রশাসনিক কাজে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণে এবং আর্থিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(গ) প্রশিক্ষণের মান এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন;

(ঘ) প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

৩। সভাপতিসহ চারজন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে।

৪। সভাপতির নির্দেশনাক্রমে কমিটি নিয়মিতভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর এবং প্রয়োজনে সভাপতির নির্দেশনায় যে কোন সুবিধাজনক সময়ে মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা/ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৫। ভবিষ্যতে উপদেষ্টা কমিটিতে আলোচনা ছাড়া কমিটি পুনঃগঠন করা যাবে না।

৬। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোসাঃ শুকরিয়া পারভীন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৫ ফাল্গুন ১৪৩০/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৮.২৩-৩০—জনাব এনামুল কবির (বিপি-৭১০৩০২০৮৪৮), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, সিলেটে সংযুক্ত ইতোঃপূর্বে অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, ময়মনসিংহ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে একটি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গত ১৪-০৬-২০২৩ তারিখ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘটিকায় অ্যাডভোকেট জনাব আশিকুর রহমানসহ তার বাবা-মা এবং পাঁচ ভাই-বোন-কে তার অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে আসেন এবং একপর্যায়ে অ্যাডভোকেট জনাব আশিকুর রহমান কে মারধর করেন। উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে যা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা,২০১৮ এর ৭(১) (খ) বিধি অনুযায়ী গত ০৮-০৮-২০২৩ তারিখ তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৪-০৯-২০২৩ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন।

০২। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪-০৯-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপ হতে পারে প্রতীয়মান হওয়ায় গত ১৫-১০-২০২৩ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব এস এম আক্তারুজ্জামান, (বিপি-৬৮৯৯১২৩৯৮২), ডিআইজি, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা-কে বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

০৩। তদন্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম আক্তারুজ্জামান, (বিপি-৬৮৯৯১২৩৯৮২), ডিআইজি, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা সরেজমিন তদন্ত শেষে গত ২১-১২-২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন (ফাইন্ডিংস) দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

০৪। এমতাবস্থায়, জনাব এনামুল কবির (বিপি ৭১০৩০২০৮৪৮), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, সিলেটে সংযুক্ত ও সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, ময়মনসিংহ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় ইতঃপূর্বে তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ না থাকায় এবং অভিযুক্ত বিষয়টিতে অনুতপ্ত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) এর উপ-বিধি (১) (ক) অনুসারে তাকে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৮.২৩-৩১—জনাব এনামুল কবির (বিপি-৭১০৩০২০৮৪৮), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, সিলেটে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, ময়মনসিংহ হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাকে এ বিভাগের গত ১৮-০৬-২০২৩ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৮.২৩-১২৪ নং প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত তার চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করার আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো।

২। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪৩০/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-৩৩৩—চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানার মামলা নং-১৬, তারিখঃ ১৫-০৩-২০২২ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামি রাসেদ মিয়া একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় ধর্মীয় উপাসনার স্থান ক্ষতিগ্রস্ত করে অপবিত্র করা বা কোনো শ্রেণির ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বা দুরভিসন্ধিমূলক কাজ কিংবা ধর্মীয় উৎসব পালনরত কোনো সমাবেশে ইচ্ছাকৃতভাবে গোলযোগ সৃষ্টির করার মতো মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আসামিকে উক্ত মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানসহ বিজ্ঞ আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য দাখিলের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ, ২ফাল্গুন ১৪৩০/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫০—লক্ষ্মীপুর জেলার সদর থানার মামলা নং-৪৯, তারিখঃ-২৫-০৯-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথকিভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি রিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫১—কক্সবাজার জেলার টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং-৮৭/৮০৯, তারিখঃ ২৮-০৮-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি রিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫২—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-১৭ তারিখঃ-২৮-০৩-২০২৩ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথকিভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫৩—ঢাকা জেলার বনানী থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ-০২-১২-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথকিভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ, ৫ ফাল্গুন ১৪৩০/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.১৮-৩৫৫/১—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সিগঞ্জ-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার মামলা নং-২৫, তারিখঃ ১৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৩৫৭—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে শরীয়তপুর জেলার শ্রীনগর থানার মামলা নং ১৮, তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৩ ডিসেম্বর ২০২৩

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-১৬২৮—ঢাকা জেলার কলাবাগান থানার এফআইআর নং-০১, তারিখঃ ০১-১১-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথকিভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ ফাল্গুন ১৪৩০/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং- ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৪৪.২২.৬৬—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেএসএস-০০৩৬৯ মেজর তাহমিনা ইসরাত খানম, এএফএন এস-কে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিস অ্যাক্ট-১৯৫২ এর ধারা-৭ অনুসারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

০২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তার বরখাস্ত কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ মাঘ ১৪৩০/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০৩৯.২২-৯৫—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রীপুর গাজীপুর (উপজেলা শিক্ষা অফিস, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে বদলির আদেশাধীন)-কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে তাকে উপজেলা শিক্ষা অফিস, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে বদলি করা হলে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল হতে অবমুক্ত না হয়ে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ বিধায় উক্ত অভিযোগে গত ৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গাজীপুর জজ কোর্টের এডভোকেট জনাব এম. কাজী আলম-এর মাধ্যমে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে " চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ ০৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে তার প্রাক্তন ও বদলিকৃত কর্মস্থলের এবং স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিতব্য পত্রটি " উক্ত প্রাপক বর্তমান ঠিকানায় না থাকায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত আসে। পরবর্তীতে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে স্থায়ী ঠিকানা হতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাকে" চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর (উপজেলা শিক্ষা অফিস, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে বদলির আদেশাধীন)-এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে তাকে উপজেলা শিক্ষা অফিস, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে বদলি করা হলে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করা এবং তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল হতে অবমুক্ত না হয়ে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ০৪ নভেম্বর ২০২১ থেকে তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪৩০/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১১-১৯-১০৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শাল্লা, সুনামগঞ্জ (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা পদে থাকাকালে বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর কার্যালয়ে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে ১৪ টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিকট থেকে স্লিপ ফান্ডের অর্থ ছাড়ের জন্য ৩০,০০০/-টাকা ঘুষ গ্রহণ; বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য অর্থছাড়ের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিকট থেকে অর্থ আদায়; প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির উপকরণ বাবদ বরাদ্দকৃত ৫০০০/-টাকা ছাড় করার জন্য বিদ্যালয় প্রতি ১০০০/- টাকা দাবী ও নতুন শিক্ষকদের জিপিএফ একাউন্ট খোলার জন্য জনপ্রতি ১০০০/- টাকা; ল্যাপটপ বিতরণের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২০০/-টাকা; ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্ত শিক্ষকদের নিকট হতে জনপ্রতি ১০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণসহ যে সকল শিক্ষক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন তাদের সার্ভিস বুকে বিরূপ মন্তব্য লেখার হুমকি প্রদান এবং ২০১৮ সালে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পোষ্য কোটার প্রার্থীদের পোষ্য সনদ প্রদানের জন্য জনপ্রতি ১০০০/-টাকা করে নেয়ার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন উপসচিব (বর্তমানে যুগ্মসচিব) জনাব নাজমা শেখ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার, বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী ''বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (Compulsory Retirement)'' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং সামগ্রিক পর্যালোচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী ''বাধ্যতামুলক অবসর প্রদান (Compulsory Retirement)'' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবিত দণ্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী‘ “নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিকরণ)” গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শাল্লা, সুনামগঞ্জ (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা পদে থাকাকালে বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর কার্যালয়ে সংযুক্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক “নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ)” গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

(ক) তাকে ৯ম গ্রেডে অবনমিতকরণ করা হলো এবং অবনমিতকরণ ৯ম গ্রেডের ২২০০০-৫৩০৬০/-(জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫)-এর প্রারম্ভিক মূল বেতন ২২,০০০/-টাকা নিধারণ করা হলো;

(খ) প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত এ দন্ড বলবৎ থাকবে। এ সময়কাল পরবর্তীতে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না;

(গ) দন্ডের মেয়াদ অন্তে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তবে বকেয়া হিসেবে বর্ণিত সমায়কালের আর্থিক কোন সুবিধা দাবী করতে পারবেন না।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩১/০৯ মে ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০২.২৪-৬৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯৫ খ্রি:, পিতা: মোঃ মোবারক উল্লা, মাতা: শামীমা বেগম, গ্রাম: মোহরের পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর: বানিয়াচং, উপজেলা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার ০২ নং বানিয়াচং উত্তর-পশ্চিম ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথাভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ৩০ বৈশাখ ১৪৩১/১৩ মে ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০২.২৪-৭০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আবিদ আলী নকীব, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯৪ খ্রি., পিতা-মোঃ আব্দুল আলী, মাতা-আলিমা বেগম, গ্রাম-বক্তারপুর, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর-মান্দারকান্দি, উপজেলা-বানিয়াচং, জেলা-হবিগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার ০৭ নং বড়ইউড়ি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।